কলিকাতা হাইকোর্ট

সম্মাননীয় বিচারক : **হিরণময় ভট্টাচার্য, বিচারপতি।**

ভগবতী প্রসাদ ঝুনঝুনওয়ালা (এইচইউএফ)

বনাম

ইউকো **ব্যাঙ্ক**

সি ও - ১২৬৩/২০২১, সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ০৭/১০/২০২১

দেওয়ানি কার্যবিধির আদেশ ২০ বিধি ১২ (৫/১৯০৮), ধারা ৪৭ -বাণিজ্যিক **আদালত আইন (২০১৬ সালের ৪), ধারা** ২ **১ সি -দখল এবং** এবং **মেশণী প্রফিট এর জন্য ডিক্রি-বাণিজ্যিক আদালতে হস্তান্তরিত কার্যধারা- ডিক্রি স্থাবর সম্পত্তির** সাথে **সম্পর্কিত যা ঋণ দাতা/ব্যাঙ্ক দ্বারা বাণিজ্য বা বাণিজ্যের জন্য ব্যবহৃত হয়।- যেহেতু ডিক্রি স্থাবর সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের পাশাপাশি মেশণে প্রফিট জন্য পদক্ষেপ জড়িত যা স্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কিত ত্রাণ ছাড়া আর কিছুই নয়, এটি "বাণিজ্যিক বিরোধ" অভিব্যক্তিটির আওতায় আসে-প্রদত্ত মেশণে প্রফিটর মূল্য বাণিজ্যিক আদালতের আর্থিক এক্তিয়ারের মধ্যে পড়ে।- বাণিজ্যিক আদালতের এক্তিয়ার থাকবে মেশণে প্রফিট জন্য ডিক্রি কার্যকর করার ।**

(অনুচ্ছেদ ১৯,২০,২২)

কালানুক্রমিক অনুচ্ছেদ

উল্লেখিত মামলাঃ

2019-এর এফ. এম. এ 1855,ডি-20.12.2019

এ আই আর অনলা ইন ২০১৯ এসসি ১১৭০

সি. এস. (সি. ও. এম. এম) ১৩৫৩ অফ ২০১৬ ডি/-,২৮.৩.২০১৭

আইএলআর ২০১৮ সিএইচএইচ ৪৯৩

আইনজীবীদের নাম

আবেদনকারীর পক্ষে মৈনাক বোস, সব্যসাচী সেন;

1. রায়ঃ-এই দেওয়ানি আদেশটি ডিক্রিধারীদের নির্দেশে একটি আদেশ নং- ২০ তারিখ ১৩.৪.২১ আলিপুরের বাণিজ্যিক আদালতের সম্মানীয় বিচারক কর্তৃক মানি এক্সিকিউশন মামলা নং.৬/১৯ কে চ্যালেঞ্জ করে।

2. এই আদেশের মাধ্যমে এক্সিকিউশন মামলাটি আলিপুরের বিদ্বান দেওয়ানি বিচারক (সিনিয়র ডিভিশন) প্রথম আদালতে স্থানান্তরিত করা হয়।

3. ৩১ শে মার্চ, ২০১২ -এ আলিপুরের সম্মানীয় দেওয়ানি বিচারক (সিনিয়র ডিভিশন) প্রথম আদালত দখল এবং অতিরিক্ত লাভ পুনরুদ্ধারের মামলাটির রায় দেয়।রায়ের ঋণ দাতা/ব্যাঙ্ক এই ধরনের আদেশের বিরুদ্ধে এই মাননীয় আদালতে প্রথম আবেদন করে। ডিক্রি ধারক ডিক্রি সংশোধনের জন্য একটি ক্রস আপত্তি করেছিলেন যাতে তারা বিচারিক আদালতে একটি কার্যধারা দায়ের করে সাধারণ লাভ দাবি করতে সক্ষম হয়। এই মাননীয় আদালতের একটি বিভাগীয় বেঞ্চ ডিক্রিটি কেবলমাত্র এই পরিমাণে সংশোধন করেছে যে ডিক্রিধারীরা বিচার আদালতের সামনে দেওয়ানি কার্যবিধির আদেশ ২০ বিধি ১২ এর অধীনে যথাযথ কার্যধারা দায়ের করার অধিকারী হবেন।একটি বিবিধ মামলা নং ৮/২০১৫ সালের ৪ তারিখে আদেশ ২০ বিধি ১২-এর অধীনে মামলাটি শুরু করা হয়েছিল এবং চূড়ান্ত আকারে মামলাটি নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

মোট অর্থের ক্ষেত্রে যা নির্ধারণ করা হয়েছিল, তা হল ৪,৬৫,৫৫,৮২১ [মাত্র চার কোটি পঁয়ষট্টি লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার আটশো একুশ টাকা]।

4. আলিপুরের বিদ্বান দেওয়ানি বিচারক (সিনিয়র ডিভিশন) প্রথম আদালতের সামনে অর্থ নিষ্পত্তির মামলা নং-২০১৯-এর ২এর জন্ম দিয়ে মেসন লাভের জন্য ডিক্রি কার্যকর করা হয়েছিল।

5. আলিপুরের মাননীয় দেওয়ানি বিচারক (সিনিয়র ডিভিশন) প্রথম আদালত ৩০ শে অক্টোবর, ২০১৯ তারিখের একটি আদেশে, পরবর্তী কার্যধারার জন্য বাণিজ্যিক আদালত আইন, ২০১৫ (সংক্ষেপে "২০১৫ আইন")-এর অধীনে

মাননীয় বিচারকের আদালতে আদেশ কার্যকর করার নথি পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন। মাননীয় বিচারক, আলিপুরের বাণিজ্যিক আদালত একটি আদেশ নং ৪/২০২০ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে বলা হয়েছে যে, অর্থ নিষ্পত্তির মামলাটি এই ধরনের আদালতের সামনে রক্ষণীয়।

6. রায়ের ঋণদাতা /ব্যাঙ্ক আলিপুরের মাননীয় দেওয়ানি বিচারক (সিনিয়র ডিভিশন) প্রথম আদালতের আদালতে ডিক্রি সহ এক্সিকিউশন মামলাটি ফেরত দেওয়ার জন্য আবেদন করে এই ভিত্তিতে যে মামলাটি বাণিজ্যিক বিরোধের প্রকৃতির নয় এবং একই মালিকানা মামলা থেকে উদ্ভূত একটি মালিকানা কার্যকর করার মামলা আলিপুরের মাননীয় দেওয়ানি বিচারক (সিনিয়র ডিভিশন) প্রথম আদালতে বিচারাধীন রয়েছে।

7. আলিপুরের বাণিজ্যিক আদালতের মাননীয় বিচারক এই আদেশের মাধ্যমে এক্সিকিউশন মামলাটি আলিপুরে মাননীয় দেওয়ানি বিচারক (সিনিয়র ডিভিশন) প্রথম আদালতে স্থানান্তর করার নির্দেশ দেন।ক্ষুব্ধ হয়ে, ডিক্রিধারীরা এই দেওয়ানি আদেশকে চ্যালেঞ্জ করেছেন।

8. **আবেদনকারীর** পক্ষে মাননীয় আইনজীবী মিঃ বোস যুক্তি দিয়েছিলেন যে পুনরুদ্ধারের একটি ডিক্রি যে ঋণদাতা/ব্যাঙ্ক স্থাবর সম্পত্তি একান্ত ভাবে বাণিজ্য বা বাণিজ্যের জন্য ব্যবহার করছিল তার বিরুদ্ধে রায় দেওয়া হয়েছিল।তিনি আরও যুক্তি দিয়েছিলেন যে মেশণী প্রফিট এর জন্য ডিক্রি স্থাবর সম্পত্তি থেকে অর্থ আদায় ছাড়া আর কিছুই নয়।যেহেতু মেশণে প্রফিট এর ডিক্রি একটি বাণিজ্যিক আদালত দ্বারা একটি বাণিজ্যিক বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য সীমা অতিক্রম করে, তাই শ্রী বোস বলেন যে বর্তমান অর্থ নিষ্পত্তির মামলাটি শুধুমাত্র বাণিজ্যিক আদালত দ্বারা সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।সিভিল জজ (সিনিয়র ডিভিশন) এক্সিকিউশন মামলাটি বাণিজ্যিক আদালতে স্থানান্তর করার ক্ষেত্রে ন্যায়সঙ্গত ছিলেন বলে এবং তাঁর যুক্তির সমর্থনে, শ্রী বোস ২০১৯ সালের ২০শে ডিসেম্বর এফ. এম. এ ১৮৫৫/২০১৯ (সিগনাস ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ফিনান্স প্রাইভেট লিমিটেড বনাম এম/এস। মধুশালা ড্রিঙ্কস প্রাইভেট লিমিটেড এবং অন্যান্য)-এ গৃহীত একটি বিভাগীয় বেঞ্চের রায়ের উপর নির্ভর করেছিলেন।

শ্রী বসু, আম্বালাল সারাভাই এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড বনাম ইনফ্রাস্পেস এলএলপি এবং আরেকজন একটি রায়ের উপরও নির্ভর করেছিলেন। রিপোর্ট করা হয়েছে (২০২০) ১৫ এসসিসি ৫৮৫:(এ. আই. আর. অনলাইন ২০১৯ এস. সি ১১৭০) এবং যুক্তি দেখান যে বাণিজ্যিক আদালত আইন, ২০১৫ **একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার** মধ্যে বাণিজ্যিক বিরোধের দ্রুত সমাধান নিশ্চিত করার জন্য প্রণয়ন করা হয়েছিল।সুতরাং, মিঃ বোস এই উপসংহারে পৌঁছেছেন যে এক্সিকিউশন মামলার হস্তান্তরের নির্দেশ দেওয়া আদেশটি বাতিল করা প্রয়োজন।

9. বিপরীতভাবে, মিঃ মিশ্র, বিপরীত পক্ষ/ব্যাঙ্কের আইনজীবী যুক্তি দিয়েছিলেন যে যেহেতু বর্তমানে স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে পক্ষগুলির মধ্যে কোনও স্থায়ী চুক্তি নেই, পক্ষগুলির মধ্যে বিরোধকে বাণিজ্যিক বিরোধ বলা যায় না।সুতরাং, বাণিজ্যিক আদালতের এই মামলায় ডিক্রি কার্যকর করার এক্তিয়ার নেই।তিনি আরও বলেন যে, ডিক্রিটি বাতিল করার জন্য একটি আবেদন যা কার্যকর করার জন্য চাওয়া হয়েছে তা আলিপুরের মাননীয় দেওয়ানি বিচারক (সিনিয়র ডিভিশন) প্রথম আদালতে বিচারাধীন রয়েছে এবং কার্যধারার ফলাফলের দ্বন্দ্ব এড়ানোর জন্য, এক্সিকিউশন মামলাটি আলিপুরের মাননীয় দেওয়ানি বিচারক (সিনিয়র ডিভিশন) প্রথম আদালতে শুনানি হবে।শ্রী মিশ্র দিল্লি হাইকোর্টের ২৮.০৩.২০১৬ তারিখের সালের সঞ্জীব কুমার অরোরা বনাম সতীশ মোহন আগরওয়াল-এর সি. এস (সি. ও. এম. এম) ২০১৬ সালের ১৩৫৩ একটি রায়ের উপর নির্ভর করেছিলেন। তিনি আরও যুক্তি দিয়েছিলেন যে যেহেতু ডিক্রিটি চূড়ান্ত হয়ে গেছে, তাই এক্সিকিউশন অ্যাপ্লিকেশান ১৫ ধারার উপ-ধারা ২-এর বিধানের পরিপ্রেক্ষিতে বাণিজ্যিক আদালতে স্থানান্তর করা যাবে না।

১৫. এই ধরনের যুক্তির সমর্থনে তিনি সাউথ ইস্টার্ন কোলফিল্ডস লিমিটেড বনাম ছত্তিশগড় হাইকোর্টের একটি রায়ের উপর নির্ভর করেছিলেন। এম/এস তিরুপতি কনস্ট্রাকশন ২০১৮ এসসিসি অনলাইন সিএইচএইচ ৬৩-এ রিপোর্ট করেছেঃ(আইএলআর ২০১৮ সিএইচএইচ ৪৯৩)।

10. আমি পক্ষগুলির পক্ষে মাননীয় উকিলদের কথা শুনেছি এবং নথিতে থাকা

উপকরণগুলি বিবেচনা করেছি।

11. এটি বিতর্কিত নয় যে, শুধুমাত্র ব্যবসা বা বাণিজ্যে ব্যবহৃত স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে ঋণদাতা/ব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে দখল পুনরুদ্ধারের জন্য একটি ডিক্রি পাস করা হয়েছিল। যদিও ব্যাঙ্ক এই ধরনের ডিক্রি-র বিরুদ্ধে আপিল করেছিল, কিন্তু ঋণদাতা/ব্যাঙ্ক ইতিমধ্যে ডিক্রিধারীর কাছে দখল হস্তান্তর করেছে বলে এটিকে অকার্যকর বলে খারিজ করে দেওয়া হয়েছিল।এরপরে, ২০১৫ সালের ১৫ ই মে এই আদালতের মাননীয় বিভাগীয় বেঞ্চ দ্বারা একটি বিপরীত আপত্তির ভিত্তিতে প্রদত্ত রায় ও আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে, ডিক্রিধারীরা কোডের অর্ডার ২০ রুল ১২-এর অধীনে একটি কার্যধারা দায়ের করেন যা বিবিধ মামলা নং ৮/২০১৫ যা মেশণে প্রফিট এবং একটি চূড়ান্ত আদেশে পরিণত হয়েছিল। মেশণে প্রফিট এর জন্য ডিক্রিটি ছিল ৪,৬৫,৫৫,৮২১ টাকা রায়ের ঋণদাতা দাবি করেছেন যে আলিপুরের সম্মানীয় দেওয়ানি বিচারক (সিনিয়র ডিভিশন) প্রথম আদালতে একপক্ষীয় মেশণে প্রফিট এর ডিক্রি বাতিল করার জন্য একটি কার্যধারা বিচারাধীন রয়েছে।

12. মেশণে প্রফিট এর জন্য উক্ত ডিক্রিটি কার্যকর করা হয়েছিল যার ফলে অর্থ নিষ্পত্তির উপস্থিত হয় মামলা নং ২/২০১৯ আলিপুরের সম্মানীয় দেওয়ানি বিচারক (সিনিয়র ডিভিশন) প্রথম আদালতের সামনে

13. যে বিষয়টি বিবেচনার জন্য আসে তা হল আলিপুরের সম্মানীয় দেওয়ানি বিচারক (সিনিয়র ডিভিশন) প্রথম আদালত দ্বারা মেশণে প্রফিট এর জন্য এই ধরনের ডিক্রি কার্যকর করা হবে নাকি আলিপুরের বাণিজ্যিক আদালত দ্বারা কার্যকর করা হবে।

14. ঋণদাতা/বিপরীত পক্ষ যুক্তি দেখান যে, যেহেতু মেশণে প্রফিট এর জন্য একপক্ষীয় ডিক্রি বাতিল করার প্রক্রিয়াটি আলিপুরের সম্মানীয় দেওয়ানি বিচারক (সিনিয়র ডিভিশন) প্রথম আদালতে বিচারাধীন রয়েছে, তাই কার্যধারার ফলাফলের দ্বন্দ্ব এড়ানোর জন্য এক্সিকিউশন মামলার সিদ্ধান্ত কেবল সেই আদালতই নেবে।অন্যদিকে ডিক্রিধারী/আবেদনকারীর যুক্তি হল যে যেহেতু পক্ষগুলির মধ্যে বিরোধ একটি উচ্চ নির্দিষ্ট মূল্যের বাণিজ্যিক বিরোধ, তাই

নিষ্পত্তির মামলাটি বাণিজ্যিক আদালত দ্বারা সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

15. ২০১৮ সালের ১২ ই অক্টোবর মেশণে প্রফিট এর জন্য ডিক্রিটি পাস করা হয় এবং এরপরে জেলার বাণিজ্যিক আদালতগুলি কাজ শুরু করে।২০১৫ সালের আইনের ২ (১) (সি) ধারায় "বাণিজ্যিক বিরোধ"-কে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। শুধুমাত্র বাণিজ্য বা বাণিজ্যে ব্যবহৃত স্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কিত চুক্তি থেকে উদ্ভূত বিরোধ যা ধারা ২ (১) (সি) (৭) অনুসারে একটি বাণিজ্যিক বিরোধ। এটি ২৯ শে সেপ্টেম্বর, ২০১৮ তারিখের বিবিধ মামলার নং ৮/১৫ -এ পাস করা আদেশ থেকে প্রদর্শিত হয় যে ২০১৫ সালের ৮ নং ধারায় বলা হয়েছে যে, ইজারা চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ ১.৩.২০০৯ থেকে দখলের ডেলিভারি পর্যন্ত অর্থাৎ ১৫.০১.২০১৪ মেশণে প্রফিট এর মূল্যায়ন করা হয়েছে।

16. দেওয়ানি কার্যবিধির ধারা ২ (১২)-এ মেশণে প্রফিট কে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে।সম্পত্তির মেশণে প্রফিট বলতে সেই সমস্ত লাভকে বোঝায় যা প্রকৃতপক্ষে এই ধরনের সম্পত্তির অবৈধ দখলদার ব্যক্তিটি সাধারণ পরিশ্রমের সাথে এই ধরনের লাভের উপর সুদ সহ পেয়েছিলেন, তবে অন্যায়ভাবে দখলদার ব্যক্তির দ্বারা করা উন্নতির কারণে লাভ অন্তর্ভুক্ত হবে না। এই ক্ষেত্রে কমিশনার এই ধরনের মেশণে প্রফিট পরিমাণ নির্ধারণ করেছিলেন ৪,৬৫,৫৫,৮২১ টাকায় এবং মাননীয় বিচারক কমিশনারের প্রতিবেদন গ্রহণ করেন এবং মেশণে প্রফিট এর ক্ষেত্রে উক্ত মামলাটি চূড়ান্ত আকারে রায় দেন।রায়ের ঋণদাতাকে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে এই ধরনের মুনাফা পরিশোধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, যা ব্যর্থ হলে ডিক্রিধারী ডিক্রি কার্যকর করার অধিকারী হবেন।

17. ২০১৫ সালের আইনের ২ (১) (সি) ধারার ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, একটি বাণিজ্যিক বিরোধ কেবল বাণিজ্যিক বিরোধ হিসাবেই থাকবে না কারণ এতে আরও জড়িত রয়েছে।

স্থাবর সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের জন্য বা স্থাবর সম্পত্তি থেকে অর্থ আদায়ের জন্য জামানত হিসাবে দেওয়া বা স্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কিত অন্য কোনও সুরাহা জড়িত।

18.দেওয়ানি কার্যবিধির অর্ডার ২০ রুল ১২ -এ দখল এবং মেশণে প্রফিট জন্য

একটি ডিক্রি পাস করার বিধান রয়েছেঃ

"১২.দখল এবং মেশণে প্রফিট জন্য ডিক্রি-(1) স্থাবর সম্পত্তির দখল পুনরুদ্ধারের জন্য এবং ভাড়া বা মেশণে প্রফিট জন্য মামলা হলে আদালত একটি ডিক্রি পাস করতে পারে -

(a) সম্পত্তির মালিকানার জন্য;

(b) মামলা দায়েরের পূর্ববর্তী সময়কালে সম্পত্তির উপর যে ভাড়া অর্জিত হয়েছে বা সেই ভাড়া সম্পর্কে তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে;

(খ) মেশণে প্রফিট জন্য অথবা এই ধরনের মেশণে প্রফিট সম্পর্কে তদন্তের নির্দেশ দেওয়া,

(গ) মামলা দায়ের করা পর্যন্ত ভাড়া বা মেশণে প্রফিট বিষয়ে তদন্তের নির্দেশ দেওয়া।

(i) ডিক্রিধারীর কাছে দখল হস্তান্তর,

(ii) আদালতের মাধ্যমে ডিক্রি-ধারককে নোটিশ সহ আদেশ-ঋণদাতার দ্বারা দখল ত্যাগ, অথবা

(iii) ডিক্রিটির তারিখ থেকে তিন বছরের মেয়াদ শেষ হওয়া, যে ঘটনাটিই প্রথম ঘটুক না কেন।

(2) দফা (খ) বা দফা (গ) এর অধীনে তদন্ত নির্দেশ দেওয়া হলে, ভাড়া বা মেশণে প্রফিট বিষয়ে একটি চূড়ান্ত ডিক্রি এই ধরনের তদন্তের ফলাফল অনুযায়ী পাস করা হবে।

19. নথি থেকে জানা যায় যে, ব্যবহৃত স্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কিত একটি চুক্তি থেকে বিরোধের উদ্ভব হয়েছিল যা একান্ত ভাবে বাণিজ্য বা বাণিজ্যের জন্য এবং দখল পুনরুদ্ধারের ও মেশণে প্রফিট এর জন্য একটি মামলা দায়ের করা হয়েছিল।কোডের অর্ডার ২০ রুল ১২-এর অধীনে নির্ধারিত বিধানগুলির পরিপ্রেক্ষিতে একটি ডিক্রি পাস করা হয়েছিল। সুতরাং, মেশণে প্রফিট এর

সংজ্ঞা এবং এই ক্ষেত্রে গৃহীত ডিক্রিটির প্রকৃতি থেকে কোনও সন্দেহ নেই যে মেশণে প্রফিট এর ডিক্রিটি স্থাবর সম্পত্তির সাথে সম্পর্কিত যা ব্যাঙ্ক ব্যাবসা বা বাণিজ্যের জন্য ব্যবহার করত।যেহেতু বর্তমান মামলার ডিক্রিটিতে স্থাবর সম্পত্তির পুনরুদ্ধারের পাশাপাশি সাধারণ লাভের জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে যা স্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কিত সুরাহা ছাড়া আর কিছুই নয়, তাই ২০১৫ সালের আইনের ২ (১) (সি) ধারার অধীনে সংজ্ঞায়িত "বাণিজ্যিক বিরোধ" অভিব্যক্তিটির আওতার বাইরে নেওয়া যাবে না।যাইহোক, সমস্ত বাণিজ্যিক বিরোধ বাণিজ্যিক আদালত দ্বারা বিচার করা যায় না তবে এটি কেবলমাত্র উচ্চ নির্দিষ্ট মূল্যের বাণিজ্যিক বিরোধ যা এই ধরনের আদালত দ্বারা বিচার করা যেতে পারে।

20. এটি বিতর্কিত নয় যে ডিক্রি দ্বারা প্রদত্ত মেশণে প্রফিট, বাণিজ্যিক আদালতের আর্থিক এক্তিয়ারের মধ্যে পড়ে।

21.যে আদালত এই জাতীয় ডিক্রি পাস করেছে বা যে আদালতে এটি কার্যকর করার জন্য পাঠানো হয়েছে সেই আদালত দ্বারা একটি ডিক্রি কার্যকর করা যেতে পারে।যে আদালত ডিক্রিটি পাস করেছে, ডিক্রি ধারকের আবেদনের ভিত্তিতে এটি কার্যকর করার জন্য উপযুক্ত এক্তিয়ারের অন্য আদালতে পাঠাতে পারে যদি ডিক্রিটি পাস করা আদালত এমন কোনও কারণে বিবেচনা করে যা লিখিতভাবে নথি করা হবে যে ডিক্রিটি অন্য কোনও আদালত দ্বারা কার্যকর করা উচিত (দেওয়ানি কার্যবিধির ধারা ৩৯ দেখুন)। দেওয়ানি কার্যবিধির ৩৯ ধারার ৩ য় উপধারায় বলা হয়েছে যে, ৩৯ ধারার উদ্দেশ্যে একটি আদালত উপযুক্ত এক্তিয়ারের আদালত হিসাবে বিবেচিত হবে যদি ডিক্রি হস্তান্তরের জন্য আবেদন করার সময়, এই ধরনের আদালতের মামলাটি বিচার করার এক্তিয়ার থাকে যেখানে এই ধরনের ডিক্রি পাস করা হয়েছিল।

22. **এই** মামলায়, ডিক্রি হস্তান্তরের জন্য আবেদন দাখিলের তারিখ হিসাবে, আলিপুরের বাণিজ্যিক আদালতের সেই মামলাটি বিচার করার এক্তিয়ার থাকবে

যেখানে মেশণে প্রফিট অর্জিত হয়েছে সেখানে ডিক্রিটি জারি করা হয়েছে।

23. আলিপুরের মাননীয় দেওয়ানি বিচারক (সিনিয়র ডিভিশন) প্রথম আদালত, ৩০শে অক্টোবর, ২০১৯ তারিখের একটি আদেশে, এই ধরনের স্থানান্তরের কারণ নথিভুক্ত করার পরে এক্সিউকেসান মামলাটি মাননীয় বিচারক, বাণিজ্যিক আদালতে স্থানান্তর করেন।উক্ত আদেশটি ইতিমধ্যে চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছিল কারণ কার্যধারার কোনও পক্ষই এটিকে চ্যালেঞ্জ করেনি।মাননীয় বিচারপতি, বাণিজ্যিক আদালত একটি অস্পষ্ট আদেশের মাধ্যমে আলিপুরের মাননীয় দেওয়ানি বিচারক (সিনিয়র ডিভিশন) প্রথম আদালতের আদালতে এক্সিউকেসান কার্যকর স্থানান্তরিত করার নির্দেশ দেন।

24.উপরোক্ত কারণগুলির জন্য আমি মনে করি যে আলিপুরের মাননীয় বিচারক, বাণিজ্যিক আদালতের মেশণে প্রফিট এর জন্য ডিক্রি কার্যকর করার এক্তিয়ার রয়েছে।

25.সঞ্জীব কুমার অরোরা (উপরে) মামলায় দিল্লি হাইকোর্ট রায় দিয়েছে যে বিক্রয়ের চুক্তি থেকে উদ্ভূত অর্থ আদায়ের মামলা এবং এই ধরনের চুক্তি বাতিলের জন্য বিবাদীর পাল্টা দাবি কোনও বাণিজ্যিক বিরোধ নয়।উক্ত রায়টি এই মামলার তথ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

26.তিরুপতি কনস্ট্রাকশন (উপরে)-এ, ছত্তিশগড় হাইকোর্ট রায় দিয়েছে যে সালিশ রায় চূড়ান্ত হয়ে যাওয়ার পরে, ২০১৫ সালের আইনের ১৫ (২) ধারার বিধানের পরিপ্রেক্ষিতে এক্সিকিউশন আবেদন স্থানান্তর করা যাবে না।ছত্তিশগড় হাইকোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়নি দেওয়ানি কার্যবিধির ৩৬ এবং ৩৯ ধারার বিধানগুলির দিকে যার ভিত্তিতে একটি এক্সিকিউশন

আবেদন একটি উপযুক্ত আদালতে স্থানান্তরিত করা যেতে পারে যা এই আদালত কর্তৃক গৃহীত।সুতরাং, উক্ত সিদ্ধান্তটি এই আদালতের জন্য বাধ্যতামূলক নজির নয়।

27.সিগনাস ইনভেস্টমেন্ট (উপরে)-এর ২০ শে ডিসেম্বর, ২০১৯-এর রায় থেকে প্রতীয়মান হয় যে মামলাটি বাণিজ্যিক আদালতে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল কারণ বিবাদীরা উপযুক্ত বাণিজ্যিক আদালতে স্থানান্তরের বিরুদ্ধে কোনও আপত্তি উত্থাপন করেনি।উপরন্তু, এই মামলার বিষয়টি হল এক্সিকিউশন মামলাটি বাণিজ্যিক আদালতে স্থানান্তরিত করা যেতে পারে কিনা।

28. যাইহোক, আম্বালাল সারাভাই (উপরে) মামলায় ভারতের সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক নিষ্পত্তি হওয়া আইনের প্রস্তাবের মধ্যে কোনও দ্বন্দ্ব নেই, যেখানে বলা হয়েছে যে বাণিজ্যিক আদালত আইন, ২০১৫ প্রণয়ন করা হয়েছে উচ্চমূল্যের বাণিজ্যিক বিরোধগুলির দ্রুত নিষ্পত্তি করার উদ্দেশ্যে এবং আইনের বিধানগুলি সংকীর্ণ অর্থে ব্যাখ্যা করা হলে এবং সাধারণ পদ্ধতিগত বিলম্ব দ্বারা বাধা না দিলেই উদ্দেশ্যটি পূরণ করা হবে। উক্ত রায়ে অবশ্য বলা হয়েছে যে, "একান্ত ভাবে বাণিজ্য বা বাণিজ্যে ব্যবহৃত" শব্দগুলিকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে।তবে, এই রায়টি বর্তমান মামলায় আবেদনকারীর জন্য খুব বেশি সহায়ক নয়।

29.উপরোক্ত কারণগুলির জন্য, এই আদালত বিবেচনা করে যে বিতর্কিত আদেশটি দুর্বলতা ভোগ করে।

30. সি ও নং ১২৬৩/২০২১ অনুমোদিত।এই আদেশটি নং ২0 তারিখ ১৩ ই এপ্রিল, ২০২১ মাননীয় বিচারক কর্তৃক গৃহীত, আলিপুরের বাণিজ্যিক

আদালত বাতিল করা হয়েছে।

31. তবে, খরচের বিষয়ে কোনও আদেশ থাকবে না।

32. সমস্ত পক্ষ এই আদালতের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করা আদেশের অনুলিপি অনুসারে কাজ করবে।

33. আবেদন করা হলে, সমস্ত নিয়ম মেনে চলার পরে পক্ষগুলিকে জরুরি ফটোস্ট্যাট প্রত্যয়িত অনুলিপি সরবরাহ করা হবে।

পিটিশন অনুমোদিত

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.